Bangladeshinovels.com

নেপালি সাহিত্য

সুব্রত কুমার দাস

বাংলা সাহিত্যের যে-কোনো পাঠকের কাছে নেপালি সাহিত্য আগ্রহের বিষয় হয়ে উঠতে পারে সহজেই। ভাষাটিতে বাংলা শব্দাভাণ্ডারের প্রতিরূপ শব্দের প্রাচুর্য এবং কাঠমাণ্ডু উপত্যকার মানুষদের জীবন ও মূল্যবোধের সঙ্গে আমাদের বোধগত সাযুজ্য সে-আগ্রহসৃষ্টির অন্যতম কারণ। যদিও ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা করলে দেখা যায়, নেপালি ভাষা ও সাহিত্যের অতীতটি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের দীর্ঘ ঐতিহ্যের তুলনায় নিতান্তই বামনাকৃতির। অন্যদিকে বাংলাদেশের সাহিত্যের ইতিহাসের গত একশ বছরের সঙ্গে তুল্য বিচার করলে দেখা যাবে, আমাদের সাহিত্যের পর্ববিভাগ বা যুগবিভাগগুলোর সঙ্গে নেপালি সাহিত্যের পর্ব বা যুগবিভাগের সাদৃশ্য রীতিমতো উদ্দীপক। এমনকি আমাদের সমচেতনার সাহিত্যিকও নেপালি ভাষায় দুর্লভ নয়। পরাধীনতা, অত্যাচার এবং ক্ষুধার বিরুদ্ধে জাতীয় কবি কাজী নজরুলের যে-উচ্চকণ্ঠ, নজরুলের ঠিক একদশক পরে প্রায় সমরূপ এক উচ্চকণ্ঠের কবি নেপালেও আবির্ভূত। নেপাল অঞ্চলের রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসের পার্থক্য থাকলেও অনুসন্ধানী যে-কোনো পাঠক দুটি অঞ্চলের ইতিহাসের মধ্যে এক ধরণের সমরূপতাও খুঁজে পেতে পারেন দ্রুতই।

নেপালি যে শুধুমাত্র দেশটির ভাষা, তা নয়; ভারতের পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং, আসাম, সিকিম , দক্ষিণ ভুটানেও এ-ভাষাটি ব্যাপক প্রচলন। খোদ নেপালের বিশাল পার্বত্যাঞ্চলের সকল মানুষের মাতৃভাষাও যে নেপালি, তা কিন্তু নয়। বরং বিভিন্ন ছোট ছোট ভাষাগোষ্ঠীর মানুষদের মধ্যে এ-ভাষাটি 'লিংগুয়া ফ্রাঙ্কা' হিসেবেও সমধিক পরিচিত। সংস্কৃত ভাষা থেকে উদ্ভূত এ-ভাষাটি পূর্বে 'গোরখালি' বা 'খাস' ভাষা নামে পরিচিত ছিল। ১৭৬৯ খ্রিষ্টাব্দে রাজা পৃথ্বিনারায়ণ শাহ নেবার রাজ্যগুলোকে একত্রিত করে বর্তমান কাঠামোয় আনার পর থেকে এখানকার ভাষাটি নেপালি ভাষা নামে পরিচিতি পেতে শুরু করে। দু-কোটিরও বেশি মানুষের এ-ভাষাটি ১৯৫৮ সালে নেপালের জাতীয় ভাষার মর্যাদা পায়। ভারতের সাহিত্য একাডেমীও ভাষাটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক ভাষা হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। নেপালি ভাষায় রচিত ভারতীয় সাহিত্যগ্রন্থের জন্য আকাদেমী পুরস্কার প্রদান শুরু হয় ১৯৭৭ সাল থেকে।

নেপালি ভাষার আদিতম নিদর্শন যে খুব বেশিদিন আগের, তা কিন্তু ন। অশোক চিলার ব্রোঞ্জ প্লেট খোদিত হয়েছিল ১৩২১ বিক্রম সম্বত (বিএস) সালে। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, নেপালে এ-সালটি দেশীয়ভাবে গৃহীত এবং বহুলভাবে প্রচলিত। খ্রিষ্টীয় সাল থেকে বিক্রম সম্বত ৫৭ বছর এগিয়ে। নেপালি ভাষায় রচিত প্রাচীনতম যে-গ্রন্থটি পাওয়া গেছে, সেটি হলো *খণ্ড খন্দ*, যা আনুমানিক ১৫৮৫ সালে রচিত, যার রচয়িতার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। *স্বোয়াথানি ভারতকথা* (১৬০১) এবং *বাজ পরীক্ষা* (১৬৪৩) নামের আরো দুটি লেখকবিহীন গ্রন্থ পাওয়া যায়। লেখকনাম জানা গেছে এমন প্রাচীনতম নেপালি পুস্তক হলো বানি বিলাস জয়তিরবিদের *ঝরূপ পাটি চিকিৎসা* (১৭১৬) এবং প্রেমনিধি প্রান্থের *প্রয়াশিত প্রেদিপ*। গ্রন্থদ্বয়ের উভয়ই সংস্কৃত ভাষা থেকে অনূদিত। সাধারণভাবে নেপালি সাহিত্যের ইতিহাসকে যে-পাঁচটি যুগে ভাগ করা হয়, সেগুলো হলো:

Bangladeshinovels.com

Bangladeshinovels.com

১. ভানুভক্ত-পূর্ব যুগ (আদি থেকে ১৮১৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত)
২. ভানুভক্ত যুগ (১৮১৪ থেকে ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত)
৩. মতিরাম যুগ (১৮৮০ থেকে ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত)
৪. বিপ্লব-পূর্ব যুগ (১৯২০ থেকে ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত)
৫. বিপ্লব-উত্তর যুগ (১৯৫১ থেকে বর্তমান পর্যন্ত)

ভানুভক্ত-পূর্ব যুগ (আদি থেকে ১৮১৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত):

নেপালি ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শনের অধিকাংশই ছিল সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ, রাজপরিবারের মানুষদের জীবনকথা এবং চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থের অনুবাদ। সাহিত্যমানের প্রশ্নে সে-সকল গ্রন্থ প্রকৃত অর্থেই ধর্তব্য নয়। প্রথম যে নেপালি কবির রচনায় ভাষা ও জাতিসত্তার সৌকর্য লক্ষিত হয়, তিনি হলেন শুভানন্দ দাস। তাঁর রচনাসমূহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে রয়েছে রাজা পৃথ্বিনারায়ণ শাহ-র প্রশংসা। এ-সময়ের আরো যেসব কবির সাহিত্যকীর্তি পরিচিতি পেয়েছে তাঁরা হলেন: রাধাবল্লভ আরজল, শক্তিবল্লভ আরজল, উদয়নন্দ আরজল, পণ্ডিত দিব্যকেশরী আরজল, বিদ্যাকেশরী আরজলসহ রাজা পৃথ্বিনারায়ণ শাহ নিজেই। পৃথ্বিনারায়ণ শাহ-র *দিব্য উপদেশ* (১৭৭৫) নেপালি ভাষার প্রথম গদ্যগ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত। তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসঞ্জাত উপদেশাবলির অনেকই বর্তমানকালেও প্রযোজ্য।

ভানুভক্ত যুগ (১৮১৪ থেকে ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত)

ভানুভক্ত আচার্য (১৮১৪-১৮৬৮) যে শুধুমাত্র তাঁর নিজের সময়েরই প্রধান কবি, তা নন, নেপালি সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি সর্বকালের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি হলেন নেপালি ভাষার 'আদি কবি' বা 'Founder Poet'। তাঁকে নেপালের জাতীয় কবিও বলা হয়। নেপালি ভাষার সাহিত্যিক বহিঃপ্রকাশ তাঁর *রামায়ণে* প্রথম সার্থকভাবে ফুটে ওঠে। ভারতের কাশীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত এই ব্রাহ্মণ কবির অন্য যে-সকল রচনা পরিচিতি পেয়েছিল, তার মধ্যে *বাধুশিক্ষা*, *ভক্তমালা*, *প্রশ্নতরী*, *রামগীতা* ইত্যাদি অন্যতম। ১৮৬৮ সালে ভানুভক্তের মৃত্যুর পরও এ-যুগটির দৈর্ঘ্য বেড়েছে সম্ভবত এজন্য যে, ভানুভক্ত-রচিত *রামায়ণ* প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৭ সালে, এটি রচনার প্রায় চল্লিশ বছর পর। ভানুভক্তের সমকালে অন্য যে-সকল সাহিত্যিকের প্রকাশ লক্ষ করেছিল তাঁরা হলেন: বসন্ত প্যাধা লুয়েনটেল, যদুনাথ পোখরেল, হিনবা কারনি বিদ্যাপতী, ললিত ত্রিপুরা সুন্দেরী প্রমুখ। বসন্ত প্যাধা

ভানুভক্ত আচার্য

Bangladeshinovels.com

Bangladeshinovels.com

লুয়েনটেলের প্রধান কৃতি *শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র*। যদুনাথ পোখরেল প্রথম নেপালি কবি, যিনি ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেছিলেন কাব্যে। হিনবা কারনি বিদ্যাপতী প্রথম নেপালি কবি, যাঁর রচনায় যৌনতা প্রাসঙ্গিক হয়েছিল। আর ললিত ত্রিপুরা সুন্দেরী ১৮৩৩ সালে অনুবাদ শুরু করেন *রাজধর্মগ্রন্থের*।

মতিরাম যুগ (১৮৮০ থেকে ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত)

মতিরাম ভট্ট

সে-সাহিত্যের এ-সময়খণ্ডটি 'মতিরাম যুগ' হিসেবে পরিচিতি পেলেও যাঁর নামে এর নামকরণ, সেই মতিরাম ভট্ট (১৮৬৬-১৮৯৬) কিন্তু এ-যুগের সর্বঅগ্রজ লেখক নন। মতিরামের অগ্রজ যে-সকল লেখকের নাম গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত, তাঁদের মধ্যে রাজীব লোচন যোশী (১৮৪৮-১৯২৯), হোমনাথ খাতিভাদা (১৮৫৪-১৯২৭), শিখনাথ সুবেদি (১৮৬৪-১৯৪৮), লক্ষ্মীদত্ত পানতা (১৮৬৫-১৯০৫) প্রমুখ রয়েছেন।

কিন্তু তারপরও মতিরাম ভট্ট যুগপ্রণেতা এজন্য যে, তাঁর উদ্যোগেই ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল আদিকবি ভানুভক্তের *রামায়ণ*। এছাড়াও ১৮৯১ সালে মতিরাম প্রকাশ করেন ভানুভক্তের জীবনী। নেপালি সাহিত্যের ঐশ্বর্য বৃদ্ধির ব্যাপারেও মতিরাম ছিলেন উদ্যোগী এক পুরুষ। বেনারস ও কাঠমাণ্ডু দুজায়গাতেই তিনি গড়ে তোলেন সমকালীন সাহিত্যসেবীদের আড্ডাখানা, উদ্যোগ নেন নেপালি ভাষায় রচিত সাহিত্যিক কর্মকাণ্ডের প্রকাশ ও প্রসারে। প্রকৃত সত্য হলো, মতিরাম এবং তাঁর সমকালীন সাহিত্যকর্মীরাই সৃজনশীল নেপালি সাহিত্যের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

মতিরামের মৃত্যুর পরও তাঁর গৃহীত পদক্ষেপ অবহেলিত হয়নি। সাংবাদিকতার প্রকাশ ঘটে ১৯০১ সালে। প্রকাশিত হয় *গোর্খাপত্র*, যা বর্তমানে দৈনিক হিসেবে প্রকাশিত হয়। ১৯১৩ সালে নেপালি সাহিত্য-প্রসারে প্রতিষ্ঠিত হয় 'গোর্খা (পরবর্তীকালে নেপালি) ভাষা প্রকাশনী সমিতি'। অন্য যেসব সাময়িকী সে-যুগে নেপালি সাহিত্যকে সমৃদ্ধি দিয়েছিল এদের মধ্যে *সুন্দরী* (১৯০৬), *মাধবী* (১৯০৮), *গোর্খালি* (১৯১৬) অন্যতম। পরবর্তীকালে এ-যুগের সাহিত্যে যাঁদের অগ্রণী ভূমিকা ছিল, তাঁরা হলেন: তীর্থরাজ পাণ্ডে (১৮৭২-১৯২২), গোপীনাথ লোহানী (১৮৭৩-১৯১৭), কুলচন্দ্র গৌতম (১৮৭৫-১৯৫৮), কেদারনাথ খাতিভদ্দা (১৮৭৮-১৯৪৬), কৃষ্ণপ্রসাদ রেজমী (১৮৮৩-১৯২৮), সোমনাথ শিখদ্যাল (১৮৮৪-১৯৭২), শম্ভুপ্রসাদ ডুঙ্গেল (১৮৮৯-১৯২৯) প্রধান।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, নেপালি ভাষায় উপন্যাস রচনাও শুরু হয়েছে এ-যুগেই। উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে শিরিবালা যোশী রচনা করেন প্রথম নেপালি উপন্যাস *বীর চরিত্র*, যার প্রথম পর্ব প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে। সম্প্রতি নেপালে *বীর চরিত্র* প্রকাশের শতবর্ষ পূর্তি-উৎসব পালিত হয়েছে জাঁকজমকপূর্ণভাবে। *বীর চরিত্র* উপন্যাসের বাকি চারটি পর্ব প্রকাশিত হয়েছে প্রথমখণ্ড প্রকাশের বাষট্টি বছর পর, ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে। সমকালের আরো যে-একজন কথাকার সাহিত্য-সমালোচনা গ্রন্থগুলোতে স্থান পেয়েছেন, তিনি হলেন সদাশিব শর্মা অধিকারী। সদাশিবের কাহিনীগুলোর অধিকাংশই পুরাণ-আশ্রিত বলে আধুনিক সাহিত্যের মানদণ্ডে সেগুলো তেমনভাবে সমাদৃত হয়নি।

Bangladeshinovels.com

Bangladeshinovels.com

Bangladeshinovels.com

বিপ্লব-পূর্ব যুগ (১৯২০ থেকে ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত)

নেপালি সাহিত্যের প্রধান শাখাটি হলো কাব্য। বিংশ শতাব্দির তৃতীয় দশক থেকেই ছোটগল্প এবং সামান্য পরই উপন্যাস-ধারাটির দ্রুত বিকাশ শুরু হলেও নেপালে ১৯৫০ সালের বিপ্লব-পূর্ব যুগে কবিতার কারণেই নেপালি সাহিত্য আধুনিক যুগে প্রবেশ করেছিল। লেকনাথ পাউদাল (১৮৮৫-১৯৯৬), বালকৃষ্ণ সামা (১৯০৩-১৯৮১) এবং লক্ষ্মীপ্রসাদ দেবকোটা (১৯০৯-১৯৫৯) নেপালি ভাষায় আধুনিক কবিতার যুগনির্মাতা হিসেবে নন্দিত। এ-সময়ের অন্যান্য প্রধান কবি হলেন: গোপালপ্রসাদ রিমাল (১৯১৮-১৯৭৩), মাধবপ্রসাদ গিমিরে (জন্ম ১৯১৯), ধরণীধর কৈরালা (১৮৯২-১৯৭৯), ভীমনিধি তৈওয়ারী (১৯১১-১৯৭৩), সিদ্ধিচরণ শ্রেষ্ঠ (১৯১২-১৯৯২) প্রমুখ। আর কথাসাহিত্যে যাঁরা যুগান্তকারী অবদান রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে গুরুপ্রসাদ মৈনালি (১৯০০-১৯৭১), সাবেক প্রধানমন্ত্রী বিশ্বেশ্বর প্রসাদ কৈরালা (বি পি কৈরালা নামে সমধিক পরিচিত, ১৯১৫-১৯৮২) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

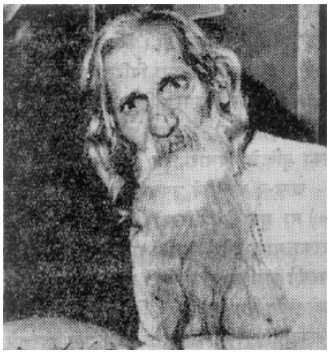

লেকনাথ পাউদাল

লেকনাথ পাউদাল বিংশ শতাব্দীর নেপালি কবিতার জনক হিসেবে সুপরিচিত। নেপালি ভাষাকে কাব্যময়তা দানে তাঁর ভূমিকা অপরিসীম। শতাব্দীর শুরুর বছরগুলোতেই যুবক পাউদালের কবিতা প্রকাশ হতে শুরু করে *সুন্দরী* ও *মাধবীর* মতো সাহিত্যপ্রত্রিকাগুলোতে। ১৯০৯ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতা 'বর্ষা বিচার', যা পরবর্তীকালে 'ঋতু বিচার' শিরোনামে দীর্ঘ কলেবরে প্রকাশিত হয়। লেকনাথের জনপ্রিয় কবিতাগুলোর অন্যতম হলো 'পিঞ্জরাকো সুগা'। লেকনাথের কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে *বুদ্ধি বিনোদ* (১৯১৬), *সত্য-কলি-সংবাদ* (১৯১৯), *আমার জ্যোতিকো সম্য-স্মৃতি* (১৯৫১), *মেরা রাম* (১৯৫৪), *লালিত্য* (দুই খণ্ড: ১৯৬৭ এবং ১৯৬৮) ইত্যাদি।

বালকৃষ্ণ সামা

বিপ্লব-পূর্ব যুগের দ্বিতীয় প্রধান কবি-ব্যক্তিত্ব বালকৃষ্ণ সামার কোনো কাব্যগ্রন্থই ১৯৫০-এর রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের আগে প্রকাশ পায়নি। বালকৃষ্ণই সম্ভবত প্রথম নেপালি সাহিত্যিক, যাঁর পাঠপরিধি পাশ্চাত্যের সাহিত্যকে অতিক্রম করেছিল সহজেই। প্রথম যৌবনে বালকৃষ্ণ নাট্যকার হিসেবেও নিজেকে প্রকাশ করেন। চিত্রকর বা ছোটগল্পকার, এমনকি দার্শনিক অভিধাগুলোও তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর কবিতার স্বাদুতা পাঠককে মোহিত করে। 'মানিষ সোয়ায়াম দেবতা হুনচা' বা 'মা পানি দেওতা মানচু' তাঁর সমাদৃত কবিতাগুলোর অন্যতম। ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত মুক্তছন্দের কাব্য *আঁগো রা পানির* জন্য তিনি বিশেষভাবে উল্লেখের দাবিদার। সরল ভাষায় গভীর দার্শনিক ভাবপ্রকাশের উদাহরণ হিসেবে তাঁর 'মানিষ সোয়ায়াম দেবতা হুনচা' (মানুষই ভগবান) কবিতার কয়েকটি পঙক্তির অনুবাদ এমন:

Bangladeshinovels.com

Bangladeshinovels.com

যে মানুষ মানুষকে মানুষ ভাবে
সে হলো শ্রেষ্ঠ মানুষ
আর মানুষে যে ভগবানকে দেখতে পায়
সে আসলে নিজেই ভগবান।

মাত্র এগারো বছর বয়সে বালকৃষ্ণ নেপালি ভাষায় অনুবাদ করেন উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা 'লুসিগ্রে'। তাঁর সাহিত্যকর্মে শেক্সপিয়রের প্রভাব অনুসন্ধান করেন অনেক সমালোচকই।

লক্ষ্মীপ্রসাদ দেবকোটা

এ-যুগের তিন প্রধান স্রষ্টার অন্যতম হলেন লক্ষ্মীপ্রসাদ দেবকোটা। নেপালে দেবকোটা 'মহাকবি' উপাধিতে বরিত। ১৯৫৯ সালে মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাঁর প্রধান কাব্যগ্রন্থগুলোর অধিকাংশই অপ্রকাশিত থাকলেও, ১৯৩৬ সালেই প্রকাশিত হয়েছিল লোককথাভিত্তিক কাব্যনাট্য মুনা-মদন, যা নেপালি-হৃদয়ে তাঁকে দিয়েছে অমোচনীয় এক আসন। তাঁর অন্যান্য কাব্যনাটক এবং কাহিনীকাব্যের মধ্যে রয়েছে *সাবিত্রী-সত্যবান* (১৯৪০), *রাজাকুমার প্রভাকর* (১৯৪০), *কৃষিবালা* (১৯৬৪), *সীতাহারানা* (১৯৬৮) ইত্যাদি। ছোট কবিতা-সংকলনগুলোর মধ্যে রয়েছে *ভিখারী* (১৯৫৩), *শুনকু বিহানা* (১৯৫৩), *আকাশ বোলচা* (১৯৬৮) ইত্যাদি। দেবকোটা-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবির যে-শক্তিমত্ততা তেমন একটি সাযুজ্য দেবকোটার 'পাগল' কবিতায় খুঁজে পাওয়া সম্ভব। Michael James Hutt-এর ইংরেজি অনুবাদে এ-কবিতার কয়েকটি পঙক্তি এমন:

My breath is a storm, my face is distorted,
My brain burns, my friend, like a submarine fire,
A submarine fire! I'm insane like a forest ablaze,
A lunatic, my friend,
I would swallow the whole universe raw.

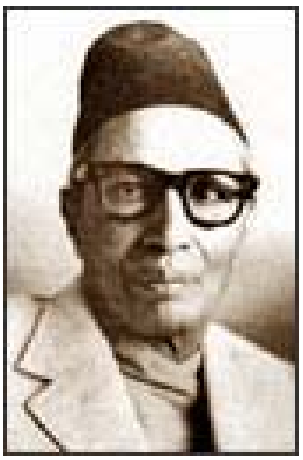
সিদ্ধিচরণ শ্রেষ্ঠ

বিপ্লবী-সাহিত্য রচনায় অগ্রণী অন্যান্য কবিদের মধ্যে অন্যতম হলেন সিদ্ধিচরণ শ্রেষ্ঠ, গোপালপ্রসাদ রিমাল এবং মোহন কৈরালা। দেশের সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাঁরা নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করেছেন। ১৯৪১ সালে রাজনৈতিক বিপ্লবীদের ফাঁসি দেওয়ার পর গোপালপ্রসাদ রিমাল তাঁর সাহিত্যিক বন্ধুদের নিয়ে প্রতিবাদে নেমেছেন। তরুণ কবিদের নিয়ে তাঁরা প্রতিদিন সকালে পশুপতি এবং বিকালে শোভা ভাগবতীর মন্দিরে যেতেন এবং সমন্বয়ে বিদ্রোগের কবিতা

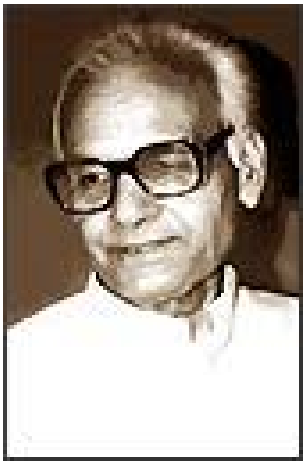
মোহন কৈরালা

Bangladeshinovels.com

উচ্চারণ করতেন। 'এ মাকো স্বপ্ন' (১৯৪৩), 'সান্ত্বনা' (১৯৪৬), 'এ মাকো বেদনা' (১৯৪৭) প্রভৃতি গোপালপ্রসাদ রিমালের বহুল-প্রচারিত কবিতা। বিপ্লবের আনন্দে তিনি রচনা করেছিলেন 'পরিবর্তনে'র মতো কবিতা। তাঁর 'প্রতি' (১৯৬০) কবিতার কয়েকটি পঙক্তি এমন:

এখানে আমরা জন্ম দেবো গৌতম বুদ্ধ,
এখানে আমরা জন্ম দেবো মতামতি লেনিন,
আমাদের আত্ম-প্রজ্ঞা প্রয়োজন:
প্রজন্মের মুখচ্ছায়ার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আয়না কোথা
যেখানে আমরা নিজেদের দেখতে পাবো!

নেপালি কাব্যের যাত্রা আগেভাগে হলেও ছোটগল্পের যাত্রাও শুরু হয়েছে বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই। ১৯০১ সালে *গোর্খাপত্র* প্রকাশ পাবার শুরু থেকেই ছোটগল্পের আবির্ভাব। প্রথম মৌলিক নেপালি ছোটগল্প প্রকাশিত হয় ১৯১৫ সালে। যদিও সাহিত্যিক মান এবং সামাজিক বাস্তবতার নিরিখে সফল গল্পের আবির্ভাব ত্রিশের দশকে *সারদা*তেই ঘটে। নেপালি ভাষায় রচিত সত্যিকার অর্থে আধুনিক প্রথম ছোটগল্প হলো গুরুপ্রসাদ মৈনালির 'নাসো', যেটি ওই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ সালে। প্রথম নেপালি ছোটগল্প সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৮ সালে 'কথা কুসুম' শিরোনামে, যাতে বালকৃষ্ণ সামা, গুরুপ্রসাদ মৈনালি এবং বিশ্বেশ্বর প্রসাদ কৈরালার গল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। তবে উল্লেখ করতেই হবে, নেপালি ছোটগল্পের যে-আধুনিকীকরণ বা পাশ্চাত্যকরণ, সেটি হয়তো সম্ভব হয়েছিল বাংলা এবং হিন্দি ভাষার মাধ্যমেই। গুরুপ্রসাদ মৈনালির 'নাসো' বা বি পি কৈরালার প্রথম গল্প 'চন্দ্রবদন' বা ভবানী ভিক্ষুর (১৯১৪-১৯৮১) 'মানব' এ-দশকে প্রকাশিত সফল গল্পগুলোর অন্যতম।

নেপালি সাহিত্যে ছোটগল্পের মতো উপন্যাসের বিকাশও এ-যুগেই। *বীর চরিত্র* দিয়ে নেপালি উপন্যাসের যে-ভিত্তি নির্মিত হয়েছিল শতাব্দীর শুরুতে, তার শিল্পিত প্রকাশ ঘটে ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত *রূপমাটি*র ভেতর দিয়ে। রুদ্ররাজ পাণ্ডে (১৯০০-১৯৮৭) রচিত এ-উপন্যাসটি শুধুমাত্র সমকালীন প্রশ্নেই নয়, সামগ্রিক নেপালি কথাসাহিত্যের বিবেচনাতেই একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। আমরা যদি নেপালের সামগ্রিক রাজনৈতিক ইতিহাসকে পর্যালোচনা করি, তবে দেখতে পাব ১৯৫০ সালে গণতন্ত্রের বিজয় সূচিত হওয়ার পূর্বের এ-দশকগুলো ছিল ভীষণ ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ। ব্যাপকসংখ্যক কথাকার এ-সময়কালের মানুষ হলেও তাঁদের অধিকাংশ গ্রন্থ প্রকাশ পেয়েছিল বিপ্লবোত্তর যুগে। বিপ্লব-পূর্ব যুগের সময়টি যাঁদের মানসভূমি নির্মাণ করেছিল, তাঁদের মধ্যে বিশ্বেশ্বর প্রসাদ কৈরালা, ভবানী ভিক্ষু, কৈরালার ছোটভাই তারিণীপ্রসাদ কৈরালা (১৯২২-১৯৭৪) অন্যতম।

বিপ্লব-উত্তর যুগ (১৯৫১ থেকে বর্তমান পর্যন্ত)

রানা-তন্ত্রের পতনের পর থেকেই নেপালি সাহিত্যে শুরু হয় অগ্রসরণের চূড়ান্ত বিস্ফোরণ। পাশ্চাত্য শিল্প-সাহিত্যের দ্বার খুলে যায় নেপালি সাহিত্যিকদের কাছে। যেমনভাবে কার্ল মার্ক্স বা সিগমন্ড ফ্রয়েড হয়ে ওঠেন তাঁদের পরিচিত, তেমনি বিশ্বনন্দিত লিয়েফ তলস্তয়, জ্যাঁ পল সার্ত্র, মোপাসাঁ বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখার ছাপ লক্ষিত হতে থাকে তাঁদের নিজেদের সাহিত্যকর্মে।

Bangladeshinovels.com

Bangladeshinovels.com

Bangladeshinovels.com

বিপ্লবোত্তর যুগের প্রথম কবি-সন্তানদের মধ্যে উজ্জ্বল হলেন ভূপি শেরচান (১৯৩৬-১৯৮৯), পারিজাত (জন্ম ১৯৩৭), বৈরাগী কৈনলা প্রমুখ। ভূপি শেরচান বিপ্লবোত্তর যুগে নেপালের সবচেয়ে পঠিত কবি। যুগসৃজনী বহু ভাবনা তার কাব্যসম্ভারকে অমর করে রেখেছে। পাঠকের জন্য ভূপি শেরচানের 'গলত লাগছা মেলাই মেরো দেশকো ইতিহাস' থেকে কয়েকটি লাইন উৎকলন করছি। ১৯৬০ সালে রচিত এ-কবিতায় তিনি লেখেন:

ভূপি শেরচান

আমি শুনেছি অমর সিং কাঙরা সাম্রাজ্যের প্রসার ঘটিয়েছিল,
আমি শুনেছি তেনজিং সাগরমাতার* চূড়ায় আরোহণ করেছিল,
আমি শুনেছি গৌতম বুদ্ধ শান্তির বীজ বপন করেছিল,
আমি শুনেছি আরনিকের শিল্পকর্ম সারাবিশ্বকে বিস্মিত করেছিল,
আমি শুনেছি, কিন্তু আমি এ সবের কিছুই বিশ্বাস করি না।

কেননা ক্ষুধাপীড়িত এ অঞ্চল
আর শুকনো ফুলের মতো রাস্তার দিকে
তাকানোর জন্য যখন আমি থামি,
আমি জানতে পারি এই হলো আমার অতীত,
এবং বুঝি আমার ইতিহাস মিথ্যায় ভরা।
[* মাউন্ট এভারেস্টের নেপালি নাম হলো সাগরমাতা।]

পারিজাত (মূল নাম বিষ্ণুকুমারী ওয়াইবা) রচিত কাব্যেও রয়েছে বিপ্লবের অগ্নিঝলক। দার্জিলিংয়ে জন্মগ্রহণকারী এই মহিলা সাহিত্যিক ১৯৫৪ সালে কাঠমাণ্ডুতে চলে আসেন। গোপালপ্রসাদ রিমালের যুগশ্রেষ্ঠ 'প্রতি' কবিতার প্রত্যুত্তর 'গোপালপ্রসাদ রিমালকো '-প্রতি' প্রতি'র জন্য তিনি বিশেষভাবে আলোচিত হন। রিমাল তাঁর কবিতায় বলেছিলেন, তোমার সমস্ত সত্তা আমাকে 'তোমাকে ভালোবাসি' বলার চেয়ে 'তোমাকে গর্ভদান করবো' বলায় বেশি উদ্দীপিত করে। আর পারিজাত লিখেছেন:

পারিজাত

তোমার শরীরী ভালোবাসার ফসল
আমিই গর্ভে ধারণ করবো,
আমার প্রজন্মতেই আমি দেখতে চাই
আমার আত্মার প্রতিচ্ছবি
আমাকেই ধারণ করতে হবে
বাস্তবের প্রতিমূর্তি:
বুদ্ধ, লেনিন বা গাঁধী।

Bangladeshinovels.com

যেসব নেপালি সাহিত্যিক দেশের সীমানার বাইরে তাঁদের প্রতিভার বিচ্ছুরণ-প্রকাশে সমর্থ হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কার্শিয়াংয়ে জন্মগ্রহণকারী বানিরা গিরি (জন্ম ১৯৪৬) অন্যতম। বানিরা গিরির ক্ষুদ্র কবিতাগুলো সংকলিত হয়েছে *ইউতা ইউতা জিউংগা জং বাহাদুর* (১৯৭৪), *জীবন থায়ামারু* (১৯৭৮) এবং *মেরো আবিষ্কার* (১৯৮৪) কাব্যগ্রন্থে। মূল এ-ধারাটির বাইরে নিরীক্ষামূলক আরো একটি কাব্যধারা নেপালে ক্রমাগত শক্তিশালী হয়েছে। ভৈরব আরযল (১৯৩৬-১৯৭৬), হরিভক্ত কাতুভাল (১৯৩৫-১৯৮০), ঈশ্বর বালাভ (জন্ম ১৯৩৭), হেম হামাল (জন্ম ১৯৪১), কৃষ্ণভূষণ বাল (জন্ম ১৯৪৭), বিমল নিভা (জন্ম ১৯৫২), অশেষ মাল্লা (জন্ম ১৯৫৪), মিনবাহাদুর বিসটা (জন্ম ১৯৫৪), অবিনাশ শ্রেষ্ঠ (জন্ম ১৯৫৬) প্রমুখ এ-ধারার অন্যতম রূপকার। ভৈরব আরযলের কবিতায় একাকিত্ব ও নৈরাশ্যবাদ বা হরিভক্ত কাতুভালের কবিতায় জীবনের অর্থহীনতা যেমন স্পষ্ট, তেমনি পাশ্চাত্যের আধুনিক কবিতায় বোধগুলো তাড়া করে ফিরেছে শতাব্দীর শেষ দশকগুলোতে নেপালের অধিকাংশ কবিকে।

আধুনিক নেপালি ছোটগল্পের যে-ধারাটি বিশ্বেশ্বর প্রসাদ কৈরালা প্রমুখরা শুরু করে দিয়েছিলেন সেই ত্রিশের দশকে *কথাকুসুম* প্রকাশের ভেতর দিয়ে, তা বিপ্লবোত্তর যুগে বিশ্ববীক্ষায় নেপালের দীক্ষাগ্রহণের ভেতর দিয়ে, ক্রমান্বয়ে হয়ে উঠেছে শক্তিমান এক মহীরুহ। শক্তিশালী ছোটগল্পকারদের এক দীর্ঘ তালিকা নেপালের সাহিত্যকে ক্রমাগত করে চলেছে সমৃদ্ধতর। 'যথার্থবাদ' বা রিয়ালিজম যেখানে প্রথম দিককার গল্পগুলোর অন্যতম উপাদান হয়ে ছিল, তার ব্যপ্তি ক্রমান্বয়ে প্রসারিত হয়ে চলেছে, সামাজিক বাস্তববাদ, সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ এবং মনোবৈজ্ঞানিক বাস্তববাদের বহিঃপ্রকাশ চলতে থাকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত। এরপর ছোটগল্পের জগতে শুরু হয় ব্যাপক এক ভাঙাগড়ার পালা। বিপ্লবোত্তর নেপালি ছোটগল্পের প্রধান পথিকৃৎরা হলেন: শিবকুমার রায় (জন্ম ১৯১৯), বিজয় মল্ল (জন্ম ১৯২৫), দৌলত বিক্রম বিসটা (জন্ম ১৯২৬-২০০২), শংকর লামিসানে (১৯২৮-১৯৭৫), ইন্দ্র বাহাদুর রায় (জন্ম ১৯২৮), রমেশ বিকাল (জন্ম ১৯৩২), পোশান পাণ্ডে (জন্ম ১৯৩২), মনু ব্রাজাকি (জন্ম ১৯৪২), ধ্রুবচন্দ্র গৌতম (জন্ম ১৯৪৪), কিশোর পাহাড়ি (জন্ম ১৯৫৬) প্রমুখ।

নেপালের শতকরা সত্তর ভাগ জনগণই কৃষিজীবী, গ্রামের বাসিন্দা। আর স্বাভাবিকভাবেই সেখানে কথাসাহিত্যে গ্রামীণ জীবন একটি প্রধান অনুষঙ্গ হিসেবে বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে কাঠমাণ্ডু বা দার্জিলিংয়ের জীবনচিত্রও অনেক ছোটগল্পের উপাদান। নারীর জীবনবোধও কোনো কোনো গল্পকে মহিমান্বিত করেছে, যার মধ্যে বিশ্বেশ্বর প্রসাদ কৈরালার 'মধ্যেস্তিরা' (১৯৪০), প্রেম শাহ্‌র 'লগ্নে' বা 'স্বামী' (১৯৬৬), বা ভবানী ভিক্ষুর 'তোর ফেরি ফারকালা' বা 'সে কি কখনো ফিরবে' (১৯৪০), বা দৌলত বিক্রম বিসটার 'আন্ধি খোলা' তেমনই কিছু উদাহরণ। নেপালের ছোটগল্পের আরেক গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হলো ধর্মীয় সমাজকাঠামো।

নেপালি উপন্যাসের দিকে তাকালে স্পষ্ট হয়, ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত *রূপমাটি*র পর বিপ্লবোত্তরকালে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত হাতেগোনা কয়েকটি উপন্যাস প্রকাশ পেয়েছে। রূপনারায়ণ সিনহার (১৯০৪-১৯৫৫) *ভ্রমর* (১৯৩৬), ডায়ামন্ড শুমশের রানার (জন্ম ১৯১৯) *বাসন্তী* (১৯৪৯), লেইং সিং ব্যাংডেলের (জন্ম ১৯২৪) *মুলুক বাহিরা* (১৯৪৭) তেমনই কয়েকটি। প্রথম দিককার সিরিয়াস উপন্যাসগুলোর মধ্যে ডায়ামন্ড শুমশের রানার *বাসন্তী* অন্যতম। দৌলত বিক্রম বিসটার *মানজিরি* (১৯৫৯), লালবাহাদুর ছেত্রীর (জন্ম ১৯৩০) *বাসাইন* (১৯৫৭) প্রভৃতি সফল প্রচেষ্টার পর ষাট ও সত্তরের দশকে প্রকাশিত হতে থাকে রাশি রাশি উপন্যাস, যেগুলোতে ছিল নেপালের মানুষ, প্রকৃতি ও জীবনবোধের বহিঃপ্রকাশ। তবে সে-

Bangladeshinovels.com

Bangladeshinovels.com

সবের শুরুতে *রূপমতির* প্রভাব লক্ষণীয় হয়েছিল বেশকটি উপন্যাসেই – যেমন গোবিন্দ বাহাদুর গোথালের *পাল্লো ঘরকি ঝ্যাল* (১৯৫৯), বা তাঁর ভাই বিজয় মল্লর *অনুরাধা* (১৯৬১) প্রভৃতি।

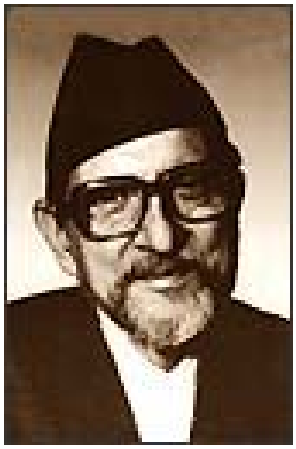
বিশ্বেশ্বর প্রসাদ কৈরালা

ছোটগল্পের মতো উপন্যাসের ক্ষেত্রেও আধুনিক নেপালি ভাষার প্রধান কারিগর বিশ্বেশ্বর প্রসাদ কৈরালা। নেপালের রাজনৈতিক ইতিহাসে প্রথমবারের মতো গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী কৈরালা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরের জেলজীবনে (১৯৬০-১৯৬৮) রচনা করেছেন বেশকটি উপন্যাস। *তিন ঘুমটি* (১৯৬৮), *সুমনিয়া* (১৯৭০), *নরেন্দ্র রায়* (১৯৭০), *মাদিআইন* (১৯৭৯), *শ্বেত ভৈরবী* (১৯৮৩) প্রভৃতি উপন্যাস তাঁকে শাসক কৈরালার বাইরে সাহিত্যিক কৈরালা হিসেবে স্থায়ী আসন দিয়েছে। কৈরালার অধিকাংশ উপন্যাস রচিত হয়েছে নারীকে প্রধান চরিত্র করে। নারীর স্বাধীনতা এবং তাঁর স্বকীয় সত্তার প্রকাশে কৈরালা বারবার নতুন নতুন নারী চরিত্র নির্মাণ করেছেন, যা তাঁর শিল্পীয়সত্তার সাফল্যকে চিত্রিত করেছে। প্রধানমন্ত্রী কৈরালার ছোটভাই তারিণীপ্রসাদ কৈরালা (১৯২২-১৯৭৪) একমাত্র যে-উপন্যাসটি রচনা করেন, তার নাম *সর্পদংশ* (১৯৬৮), যা শিশুমন বিশ্লেষণে এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

বিশ্বেশ্বর প্রসাদ কৈরালার পর যিনি ঔপন্যাসিক নিরীক্ষাধর্মী উপন্যাস রচনা করে সাফল্য স্পর্শ করেছেন, তিনি দৌলত বিক্রম বিসটা। শক্তিশালী এ-কথাকারের *এক পালুভা অনেকাউন ইয়াম* (*অনেক ঋতু, এক অঙ্কুর*, ১৯৬৯) *বিগরিয়েকো বেতো* (*খারাপ পথ*, ১৯৭৬) *থাকেকো আকাশ* (*ক্লান্ত আকাশ*, ১৯৭৭), *ভোকরা ভিট্টাহারু* (*ক্ষুধা এবং দেওয়াল*, ১৯৮১) উপন্যাসমূহে আধুনিক সমাজব্যবস্থাসহ ব্যক্তিমন উপস্থাপিত হয়েছে অনেক শিল্পিতভাবে বলে সমালোচকেরা মনে করেন।

নেপালের কথাসাহিত্যে আরেক বহুলপ্রজ কিন্তু সফল কথাশিল্পী হলেন ধ্রুবন্দ্রে গৌতম (জন্ম ১৯৪৪)। তাঁর উপন্যাসের প্রধান বিষয় আত্ম-অনুসন্ধান। আত্ম-আবিষ্কারের এ-কাজটি তিনি শুরু করেন*আন্তি পাছি* (১৯৬৭) দিয়ে এবং ক্রমে সে-তালিকায় যুক্ত হয় *বালুয়ামাটি* (১৯৭১), *দাপি* (১৯৭৬), *কেটেল স্যারকো চোটপাটক* (১৯৮০) প্রভৃতি। উপন্যাসের ভাষা, শৈলী এবং বিষয় ত্রিবিধ কারণেই তিনি নেপালি কথাসাহিত্যে বিশিষ্টতার দাবিদার।

অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে তারানাথ শর্মার (জন্ম ১৯৩৪) *ওজেল পর্দা* (১৯৬৬), *মেরো কথা* (১৯৬৬) এবং *ঝাজাকো* (১৯৮৮), পারিজাতের *শিরিষকো ফুল* (১৯৬৪), ভবানী ভিক্ষুর *আগত* (১৯৭৫), শশীকলা মননধরের *শৈলী* (১৯৮৫), বানিয়া গিরির (জন্ম ১৯৪৬) *কারাগার* (১৯৭৯) ও *নির্বন্ধ* (১৯৮৬) প্রভৃতি স্থায়ী মর্যাদা লাভ করেছে উপন্যাসশিল্পের ইতিহাসগ্রন্থে।

Bangladeshinovels.com

Bangladeshinovels.com

সাম্প্রতিক সময়ে উপন্যাস-জগতে সেখানে লক্ষিত হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন ধারা। যাঁরা প্রযুক্তিনির্ভর সভ্যতাকে গ্রহণ করে নিজেদের উন্নততর পর্যায়ে উপস্থাপন করতে আগ্রহী, তাঁদের মধ্যে শোভা ভট্টরায়ের অন্তহীন অন্ত বা তারানাথ শর্মার *নেপাল দেখি আমেরিকা সাম্বা* বা সারভক্তের *সময়া ত্রাসাদি* (সাময়িক দুঃখ) সংস্কৃতির এই বিশ্বায়নকে অবলম্বন করেছে। পুরোনো কাহিনী নতুন বুননে নতুন মাত্রায় উপস্থাপনও নেপালি উপন্যাসের একটি স্বতন্ত্র ধারা হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। কৃষ্ণ-ধারাবাসীর *শরণার্থী* বা *আধাবাতো* এমনই কয়েকটি উদাহরণ।

এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ না করলেই নয় যে, ইংরেজি ভাষায় রচিত নেপালি সাহিত্যের একটি নবতর ধারাও বর্তমানে ঘুচিত। পূর্বে যা ঘটত অনুবাদে, তা এখন শুরু হয়েছে মূল ইংরেজি ভাষাতেই কাহিনী রচনায়। সম্রাট অপাধ্যায়, মঞ্জুশ্রী থাপা, ডি বি গুরুং, প্রকাশ গুরুং, মনি দীক্ষিত বা এম কে লিম্বু এমনই কয়েকটি নাম।

২০০১ সালে প্রকাশিত মঞ্জুশ্রী থাপার *Tutor of History* পেঙ্গুইন থেকে বেরিয়ে রীতিমতো হইচই ফেলে দিয়েছিল। ২০০৩ সালে সম্রাট উপাধ্যায়ের *The Guru of Love-* ও বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

প্রবন্ধ শেষ করার আগে স্বীকার করতে চাই নেপালি ভাষাটি বর্তমান প্রবন্ধকারের অজানা। সমস্ত তথ্য ইংরেজি গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা এবং ওয়েবসাইট থেকে আহরিত। নেপালি সাহিত্য সম্পর্কে বেশকিছু ইংরেজি বই ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন: *The Great Poet Laxmiprasad Devkota* (১৯৭৮), *Nepali Literature : Background and History* (১৯৭৮), *Founder Poet Bhanubhakta Acharya* (১৯৭৯), *Poet Laureae Leknath Paudyal* (১৯৭৯), *Balkrishna Sama* (১৯৮০) *Himalyan Voices: An Introduction to Nepali Literature* (১৯৯৩), *Modern Literary Nepali : An Introductory Reader* (১৯৯৭) প্রভৃতি। ইংরেজি ভাষায় অনূদিত নেপালি কবিতাগ্রন্থ হলো: *Modern Nepali Poems* (১৯৭২), *Seven Poets* (১৯৭৫), *Nepali Visions, Nepali Dreams : The Poetry of Laxminath Devkota* (১৯৮০) ইত্যাদি। ছোটগল্পের অনূদিত সংকলনগুলো হলো: *An Anthology of Nepali short stories in English* (১৯৯৯) এবং *Introduction : Stories from Nepal* (২০০২)। অনূদিত এমন আরো কিছু ছোটগল্পগ্রন্থ হলো বি পি কৈরালার *Famlty glasses and other stories*, কবিতা রাম শ্রেষ্ঠর *Confession*, সীতা পাণ্ডের *Fever* । ইংরেজিতে অনূদিত কিছু উপন্যাস হলো *Sumnima* (বি পি কৈরালা), *Terror of Flowers* ও *Unwritten* (ধ্রুবচন্দ্র গৌতম), *The Shirish Flower* (পারিজাত), *Prison* (বানিরা গিরি), *The window of the house opposite* (গোবিন্দ বাহাদুর মাল্লা), *Rupmati* (রুদ্ররাজ পাণ্ডে) ইত্যাদি।

ইংরেজি ভাষায় রচিত বা অনূদিত নেপালি সাহিত্যের এ-তালিকাটি এজন্যই যে, এর ফলেই বর্তমান আলোচকের মতো একজন বিদেশী পাঠকের পক্ষে খুব সহজেই সম্ভব হয়েছে সে-ভাষার সাহিত্যপাঠ করা এবং সাহিত্য সম্পর্কে দ্রুত আগ্রহী হয়ে ওঠা। কমবেশি দুকোটি মানুষের ভাষার এ-সাহিত্যটি বিদেশীদের কাছে পৌঁছানোর জন্য যেমন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, চোদ্দ কোটি ভাষার মানুষের বাংলাদেশের সাহিত্যে ততটুকুও হয়নি, সাতগুণ তো দূরের কথা।

Bangladeshinovels.com

Bangladeshinovels.com

কৃতজ্ঞতা:

গ্রন্থ

১. *Himalayan Voice: An Introduction to Modern Nepali Literature*, Michael James Hutt, Indian Book company, Deradun, 1993
২. *An Anthology of Nepali Short Stories in English*, Chettri & Subba (ed), Darjeeling, 1999

ওয়েবসাইট

১. www.foundation saarc writers.com
২. www.nepanews.com
৩. www.nepalresearch.org
৪. www.oldpoetry.com
৫. www.library.wustl.edu

সাহিত্য, শিল্প সংস্কৃতি বিষয়ক মাসিক পত্রিকা কালি ও কলম *এর তৃতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যায় (এপ্রিল ২০০৬) প্রকাশিত।*

Bangladeshinovels.com